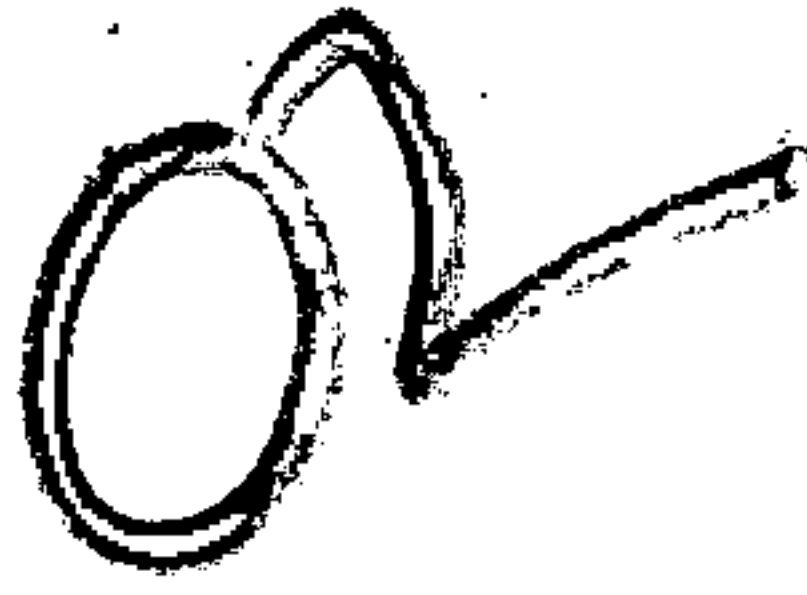




বৃত্তি-সেশনজট ও উন্নয়ন খাত

বৃত্তির টাকা আর সেশনজট—এ দুয়ের সঙ্গে বাহ্যত কোন সম্পর্ক না থাকলেও সেশনজটের ফলে বৃত্তির টাকা পাচ্ছে না অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী। এরা মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। বিভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষায় এরা ভাল ফল করেছে। এদের নামে বৃত্তির টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু সেশনজটের ফলে এরা সময়মত ভর্তি হতে পারেনি, তাই এদের বৃত্তির টাকা তোলা সম্ভব হয়নি।

সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, বোর্ডের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি হলেই বৃত্তির টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু কলেজে ভর্তি সহজ হলেও সেশনজটের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বিলম্বিত হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। ফলে বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীরা বৃত্তির টাকা পেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৯৯৪ সালের বৃত্তির টাকা এখনও পায়নি।

এ বৃত্তির টাকা নিয়ে এই ঘাপলা আছে অন্যত্র। বৃত্তির টাকা বরাদ্দ হয় উন্নয়ন খাতে। রাজস্ব খাতে নয়। উন্নয়ন খাতের অর্থ নির্দিষ্ট অর্থবছরে ব্যয় না হলে ফেরত যায়। এ টাকা পেতে হলে নতুন করে দেনদরবার করতে হয়। অথচ এ টাকা রাজস্ব খাতে বরাদ্দ হলে টাকা ফেরত যাবার আদৌ কোন প্রশ্ন উঠত না। নতুন করে টাকা বরাদ্দ করতে হত না।

অর্থাৎ সমস্যা হচ্ছে দুটি (১) নিয়মিত সময় ক্লাস শুরু করা, (২) উন্নয়ন খাতের পরিবর্তনে বৃত্তির টাকা রাজস্ব খাতে বরাদ্দ। আর দুটি সমস্যা সামনে রেখে নিশ্চয়ই বলা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট সম্পর্কে সকল কর্তৃপক্ষকে সচেতন হওয়া দরকার। বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ আছে। রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা বিরাজ করেছে। এবং এ ধরনের পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে নতুন করে সেশনজট শুরু হবে। ভর্তি পরীক্ষা বিলম্বিত হবে। নতুন ক্লাস শুরু হবে আরও বিলম্ব। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তির টাকা আবার ফিরে যাবে।

তবে এ সমস্যার একটা সমাধান আছে। সমাধান হচ্ছে, বৃত্তির টাকা রাজস্ব খাতে বরাদ্দ করা। লক্ষ্য করা গেছে, শুধুমাত্র বৃত্তির টাকা নয়, সারাদেশে হাজার হাজার কর্মচারীর বেতন প্রতিবছর উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ করা হচ্ছে। এরফলে তাদের বেতন-ভাতা পেতে ২/৩ মাস ফেরী হয়। তারা ভীষণ অসুবিধায় পড়েন। এই বাৎসরিক বরাদ্দের শিকার হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাদের বৃত্তির টাকা নিয়ে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করলে সকল খাত অর্থাৎ উন্নয়ন খাতের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির উপকৃত হবে।

1/10/47